দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 OCT 1996
পৃষ্ঠা কলাম

এবারের এইচএসসি ফলাফল

ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর বোর্ডের পর অবশিষ্ট রাজশাহী বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলও বেরিয়েছে। যশোর বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের অবস্থা সবচেয়ে করুণ। তবে সব বোর্ডেই ফলাফলের ধারা একই রকম। ১৯৯৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় যারা অংশ নিয়েছিল, তাদের মাত্র ২৫ ভাগ উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। পাসের চেয়ে ফেলের সংবাদটাই বড়। গত প্রায় এক দশকে এ ধরনের দুঃখজনক ফলাফল আর হয়নি।

পত্রপত্রিকাগুলো মেধাবী মুখের ছবি ও তাদের বক্তব্য ছাপানোর পাশাপাশি ফল বিপর্যয়ের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্মকর্তা, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মতামত তুলে ধরছে। সকলেই এ কথাটা বলছেন যে, এ বছর থেকে চালু হওয়া প্রশ্ন করার নতুন পদ্ধতিটি পরীক্ষার্থীদের বিপদে ফেলেছে। সকল বোর্ডে এবার 'অভিন্ন প্রশ্নপত্র' দেয়া হয়েছে এবং গতানুগতিক 'কমন' প্রশ্নের বাইরেই মূলত প্রশ্ন করা হয়েছে। ইংরেজি এবং গণিত প্রশ্নপত্র নাকি 'কঠিন' হয়েছিল। এ দু'টি বিষয়ে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ফেল করেছে বলে জানা যায়। এবারের এইচএসসি ফলাফল স্কুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষার করুণ অবস্থাটি বিশেষ করে তুলে ধরেছে। বোর্ড কর্মকর্তারা বলছেন, ভালো করা এবং খারাপ করার মধ্যে একটা স্পষ্ট রেখা টানা যায়, তা হলো শহর ও গ্রাম। শহরের কলেজগুলোর যেখানে কিছুটা পড়াশোনা হয় তাদের ছাত্রছাত্রীদের অবস্থা তেমন শোচনীয় নয়। ঢাকা বোর্ডে পাসের হার মাত্র ২৪·৩২ হলেও নটরডেম ও ভিকারুন্নেসা নুন কলেজে পাসের হার ও ফলাফলের মান যথারীতি সন্তোষজনক।

অনেকেই বলছেন, এবার নকল করার সুযোগ অবারিত ছিল না। সরকার নকল প্রতিরোধের কড়া ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করার ধরন এমন ছিল যে, নকলের সুযোগ থাকলেও পড়াশোনা না করা ছাত্রছাত্রীদের তেমন কিছু করার নেই।

দেশজুড়ে অনুত্তীর্ণ প্রায় ৭৫ ভাগ পরীক্ষার্থীর প্রতি সহানুভূতি জানিয়েও একথা বলতে হচ্ছে যে, ঢিলেঢালা পরীক্ষা পদ্ধতি এতদিন যে পাসের হার দেখিয়ে এসেছে, ছাত্রছাত্রীদের অবস্থা সম্পর্কে তা আমাদের সঠিক ধারণা দেয়নি। 'কমন' প্রশ্ন, সাজেশন, নোটবুক আর মুখস্থ বিদ্যার চলতি রীতিটি এবার মার খেয়েছে। স্কুল-কলেজগুলোয় পড়াশোনার যে কি হাল হয়েছে, এ ধরনের ফলাফল থেকে তা বোঝা যাচ্ছে। এই অবসরে তাই হাতেগোনা কয়েকটি কলেজ বাদে দেশের অন্য কলেজগুলোর দিকে সরকারকে দৃষ্টি দিতে হবে। কলেজ পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যাপারে সরকার ইতিমধ্যেই অবশ্য একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন। তবে প্রকৃত বিচারে মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তোলা প্রয়োজন। ইংরেজি ও গণিতের মতো বিষয়ে তাদের উচ্চতর শিক্ষার জন্যও প্রতিযোগিতাক্ষম করা প্রয়োজন।

এবারের এইচএসসি ফলাফলকে কেন্দ্র করে দু'ধরনের মতামতই আসছে। সাধারণভাবে পরীক্ষা পদ্ধতির প্রশংসা হলেও অনেকেই একথা বলছেন যে, পরীক্ষা পদ্ধতি অদল-বদল করার ক্ষেত্রে সরকারের তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা তাল রাখতে পারছে না। ছেঁকে তোলার পদ্ধতিটি অবশ্যই ভালো। কিন্তু তার জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুত করে না তুললে তারা বিপর্যয়েরই মুখোমুখি হবে। এত ছাত্র ফেল করার ঘটনায় শিক্ষানীতি প্রণেতা, শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের চিন্তিত হওয়া উচিত। ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের পেছনে পরিবার ও রাষ্ট্রের ব্যয় এবং সময়ের অপচয়ের ব্যাপারটিও চিন্তার বিষয়। আমরা এ যুগের উপযোগী শিক্ষিত ও দক্ষ কর্মশক্তি গড়ে তুলতে চাই। শিক্ষার এই হাল, ফলাফলের এই ধারা বদলানো না গেলে তা সুদূরপরাহতই হয়ে থাকবে।